ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 189 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪৫ ● কলকাতা ● ০৮ পৌষ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাইরে থেকে দরজা আটকে পরপর ৭ হিন্দু বাড়িতে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশে নৈরাজ্যের সীমা নেই। ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপুচাঁদ দাস নামে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুনের পর প্রকাশ্যে তাঁর মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দীপু দাসের ঘটনাতেই থামল না হিংসার আগুন। ফের হিন্দুদের বাড়িতে আগুন জ্বালাল দুষ্কৃতীরা। চট্টগ্রামের রাউজানে হিন্দু পরিবারের বাইরে থেকে দরজা আটকে বাড়িতে আগুন দিয়ে দিল কিছু দুর্বৃত্ত। অন্যদিকে, 'প্রথম আলো' ও 'ডেলি স্টার', দুই সংবাদপত্রের দফতরে তাণ্ডবের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, হামলার ঘটনার বিভিন্ন ফুটেজ খতিয়ে দেখে এখনও পর্যন্ত আরও ৩১ জনকে শনাক্ত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।খবর বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে।

সূত্রের খবর, এই দুই বাড়িতেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। জানা গিয়েছে, চট্টগ্রামের রাউজানের বাসিন্দা সুখ শীল ও অনিল শীলের বাড়িতে আগুন লাগানো হয় ভোর রাতে। তখন সকলেই ঘুমোচ্ছিলেন তাঁরা।

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 152

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

বাইরের দুনিয়াও তো সত্য নয়। বাইরের জীবনও তো সত্য নয়। ঐ জগতেও যদি একদিন যেতেই হয় তবে ঐ জগতে গিয়ে কি করা যায়? আমি এসেছি কোথা থেকে? আমার শাশ্বত ঠিকানা কি? আর 'আমি' কে? কে 'আমি'? এই কান আমার, এই চুল আমার, এই হাত আমার, এই পা আমার, কিন্তু 'আমি' কান নই,

ক্রমশঃ

কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হল পার্ক স্ট্রিট, হাই অ্যালার্ট জারি করল কলকাতা পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়েকদিন আগে নয়াদিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটে। তার উপর এখন বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশন দফতরের সামনে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ দেখানো হচ্ছে। সেই আঁচ এবার পড়েছে খাস কলকাতায়। কিন্তু মাঝে আর একটা দিন পর কলকাতায় বড়দিন পালিত হবে। তার প্রাক্কালে আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে পার্ক স্ট্রিট।এছাড়া বড়দিন এবং বর্ষবরণের উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে তৈরি করা হচ্ছে ১৫টি ওয়াচ টাওয়ার। যার মধ্যে ৫টি থাকছে পার্কস্ট্রিট এলাকায়। এখানে থাকবে কলকাতা পুলিশের কুইক রেসপন্স টিম। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অটুট রাখতে শহরে প্রায় ৪০টি পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ গড়ে তোলা হয়েছে। একইসঙ্গে এই দুটি বিশেষ দিনে সক্রিয় থাকবে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড। উৎসবের রাতে মহিলাদের নিরাপত্তায় নামানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের বিশেষ উইনার্স টিম। পার্কস্ট্রিট এলাকায় বসানো হয়েছে ৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারি চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। লালবাজার থেকে রিয়েল-টাইম মনিটরিং করা হবে। এই বিষয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, শহরজুড়ে পেট্রলিং বাড়ানো হয়েছে। অতিরিক্ত নজরদারিও চলছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে।আর কিছুদিন পর বর্ষবরণ পালিত হবে। আর তাই যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য কলকাতা শহরজুড়ে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। উৎসবের মরশুমে তাই আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ।

এদিকে পার্ক স্ট্রিটের নানা জায়গায় ওয়াচ টাওয়ার করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ পুলিশ নামিয়ে দেওয়া হবে বড়দিন থেকেই। যদিও এখন থেকেই যথেষ্ট ভিড় হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট এলাকায়। স্কুল-কলেজ ছুটি পড়ে যাওয়ায় খুদেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। বড়দিনে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বড়দিনে পার্ক স্ট্রিটে বেশি ভিড় জমাবেন। বড়দিনের রাতে পার্কস্ট্রিটে মানুষের ঢল নামবে। তাই ওই এলাকাকে বিশেষ নিরাপত্তার ছাতার তলায় নিয়ে আসা হয়েছে। শহরজুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় ২ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী। আর কলকাতার নানা প্রান্তে নাকা চেকিং, গাড়ি তল্লাশি এবং সন্দেহজনক গতিবিধির উপর নজরদারি অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে।

অন্যদিকে শীতও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। সেখানে ছুটির মেজাজে উৎসবকে আরও উপভোগ করতে বড়দিনের আগে থেকেই রাস্তায় মানুষজন নেমে পড়েছেন। সেটা বড়দিন এবং বর্ষবরণের রাতে আরও বাড়বে। লালবাজার সূত্রে খবর, পার্কস্ট্রিট এলাকায় বড়দিনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ৮ থেকে ১০ জন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন ২০ থেকে ২৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার, ২৭ জন ইন্সপেক্টর এবং প্রায় ২৫০ জন সাব-ইন্সপেক্টর। ভিড় নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

তৃণমূল নেতার ছেলের পার্টিতে গণধর্ষণ, খুন, তিনজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাঁসখালি মামলায় সাজা ঘোষণা। নাবালিকাকে গণধর্ষণের মামলায় সোমবারই অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। আজ, মঙ্গলবার তিন অভিযুক্তকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণ, খুন, প্রমাণ লোপাট সহ একাধিক ধারায় শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। ৯ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল রানাঘাট এডিজে আদালত।এরপর নির্যাতিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। রাতেই মৃত্যু হয় নাবালিকার। পরে কোনও ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই ওই নাবালিকার দেহ দাহ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তিন বছর ধরে নিম্ন আদালতে এই বিচার প্রক্রিয়া চলছিল। অবশেষে সাজা ঘোষণা করা হল। পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন সমরেন্দ্র গোয়ালি। তিনি প্রভাব খাটিয়ে প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করেছিলেন বলে

এরপর ৪ পাতায়

বালিগঞ্জের অ-মুসলিম প্রার্থীর নাম তুলে নিলেন হুমায়ুন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোমবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় দাঁড়িয়ে সেই নতুন দল ঘোষণা করেন হুমায়ুন কবীর। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আত্মপ্রকাশ করল হুমায়ুন কবীরের - জনতা উন্নয়ন পার্টি। আর পরেই হোঁচট। কখনও সৌদি থেকে অতিথি আনা নিয়ে ধোঁকা খেয়ে যাওয়া ! কখনও আবার লোকাল বাউন্সারকে ভিনরাজ্যের বাউন্সার বলে চালিয়ে দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি।হুমায়ুন কবীর বলেন, 'উনি (নিশা চট্টোপাধ্যায়) একজন সেলিব্রিটি, এটাই জানতাম। কিন্তু প্রার্থী ঘোষণা করার আধ ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূলের বিভিন্ন যে IT সেল বা বিভিন্নরকম অনলাইনে, যেসব ফেসবুকে তাঁর কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে যে আমার শুরুটা এই ধরনের কোনও ব্যক্তিকে, বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় পাঠানোর জন্য বা আইন প্রণয়নকারী সদস্য হিসেবে পাঠানোর জন্য মানুষ আমাকে ভুল বুঝতে পারে। তাই আমি সেটা ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এটাকে প্রার্থীরূপে রাখব না।'হুমায়ুনের নতুন পথে হাঁটা শুরু থেকেই নানারকম বিভ্রাট চলছেই। এবার প্রার্থী

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বাইরে থেকে দরজা আটকে পরপর ৭ হিন্দু বাড়িতে আগুন

তাই টার্গেট করা হয় তাঁদের। বাড়ির বাইরে থেকে দরজা আটকে দেওয়া হয়। তারপর লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। এতে পরপর ভস্মীভূত হয়ে যায় ৭টি ঘরবাড়ি। যতদূর খবর, কিছু দুষ্কৃতী বাড়িটি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যার ফলে বাড়ির ভিতরে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়ির ভিতরে থাকা পোষ্যও আগুনে পুড়ে গিয়েছে বলে খবর। তবে এই হামলায় পরিবারের কোনও সদস্যের কোনও ক্ষতি হয়নি। তারা ঘটনার সময় পালিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে। জানা গিয়েছে, বাড়িতে সোনাদানা-সহ কিছু নগদ টাকাও ছিল। আগুনে সে-সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আসবাবপত্রও ভস্মীভূত। বাংলাদেশের একটি সংবাদমাধ্যমকে অনিলের ছেলে মিঠুন শীল জানান,আগুন লেগেছে বুঝেই পালানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। দুটো দরজাতেই বাইরে থেকে হুক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শেষে যে যার মতো বেড়া কেটে পালাতে পারেন।

আগুন দেখে, বাঁশ ও বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন ২ পরিবারের বাসিন্দারা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে, । রাউজান থানার ওসি সঠিক তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কয়েকদিন আগেও চট্টগ্রামের বড়ুয়াপাড়ায় হিন্দুদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

শনিবার লক্ষ্মীপুরে BNP নেতা বেলাল হোসেনের বাড়ির দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে, পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় বিএনপি নেতার ৭ বছরের মেয়ের! সোমবারও অশান্তির আঁচ কমেনি। প্রথম আলো সূত্রে খবর,খুলনার সোনাডাঙা এলাকায় দুষ্কৃতীদের । গুলিতে বিদ্ধ হন জাতীয় নাগরিক পার্টি বা NCP-র শ্রমিক সংগঠনের নেতা মোতালেব শিকদার।

জেডএসআই বিজ্ঞানীরা নতুন মাইক্রো আর্থ্রোপড প্রজাতি আবিষ্কার করলেন

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫

ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থা বা জেডএসআই-এর বিজ্ঞানীরা সিকিমের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে কোলেম্বোলা গোষ্ঠীর একটি নতুন প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। কোলেম্বোলা ক্ষুদ্র আকারের মৃত্তিকানিবাসী এক মাইক্রো আর্থ্রোপড। গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরছে। ভারতের কীটতত্ত্ব সংক্রান্ত নথিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

বালিগঞ্জের অ-মুসলিম প্রার্থীর নাম তুলে নিলেন হুমায়ুন

ঘোষণা করেও হোঁচট খেলেন হুমায়ুন কবীর। সোমবার নতুন দল গঠন করে, কলকাতার বালিগঞ্জের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা হুমায়ুন কবীর। কিন্তু, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রার্থীর নাম বাতিল করলেন ভরতপুরের বিধায়ক।

আরও একটা 'ব্লান্ডারে'র মুখোমুখি হলেন হুমায়ুন। বালিগঞ্জের প্রার্থী ঘোষণা করেও নাম প্রত্যাহার করে নিলেন ভরতপুরের বিধায়ক। নিশা চট্টোপাধ্যায় নামের এক মহিলার নাম ঘোষণা করে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী। কিন্তু তার নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। হুমায়ুনের যুক্তি, 'সোশাল মিডিয়ায় ওনার অঙ্গভঙ্গি ভাল নয়। বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় এরা অযোগ্য। ৭দিনের মধ্যে বালিগঞ্জে অন্য কোনও মুসলিম প্রার্থীর নাম জানিয়ে দেব'। বালিগঞ্জে প্রার্থী প্রত্যাহারের পর বললেন হুমায়ুন কবীর।

ব্যাপারটা কী? সোমবার 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' গঠন করে, ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেন হুমায়ুন কবীর। তার মধ্যে কলকাতার একটি মাত্র কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। সেটি হচ্ছে বালিগঞ্জ কেন্দ্র। প্রার্থী হিসেবে নিশা চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেন তিনি। এরপরই নিশা চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও, সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। তারপরই বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নিশার নাম সরিয়ে নেন হুমায়ুন কবীর।

সম্পাদকীয়

বাঁচতে চাইলে দেশ ছাড়', হিন্দুদের ফরমান বাংলাদেশের মুসলিম ধর্মগুরুর

ঢাকা: প্রাণ বাঁচাতে চাইলে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যেতে হবে হিন্দুদের। এমনই ফরমান দিয়েছেন ইসলামি বক্তা তথা জামায়াতে ইসলামির প্রার্থী আমির হামজা। কুষ্টিয়ায় এক ধর্মীয় সম্মেলনে তিনি রাখঢাক না রেখে বলেছেন, 'এটা শেখ হাসিনার বাংলাদেশ নয়। এটা এখন আমাদের মতো কট্টর ইসলামিদের দেশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচ দিনে খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, বাগেরহাট, শরীয়তপুর-সহ একাধিক জায়গায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে হিন্দুদের হুমকি দিচ্ছে জামায়াতে ইসলামি সহ মুসলিম সন্ত্রাসীরা। প্রাণে বাঁচতে চাইলে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যেতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। বহু জায়গায় হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের এবং হিন্দু পুরুষদের মুসলমানি করার নিদান দেওয়া হয়েছে। ভয়ে অনেকেই থানায় লিখিত অভিযোগ করতে চাইছেন না। বেশ কয়েকটি অভিযোগ থানায় জমা পড়লেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সবুজ সঙ্কেত না পাওয়ায় স্থানীয় থানার আধিকারিককে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হয়েছে।হিন্দুদের সামনে দুটি রাস্তা খোলা আছে। হয় প্রাণে বাঁচতে চাইলে মুসলিম হতে হবে। না হলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।' একই সঙ্গে যে সব হিন্দু নবী হযরত মহম্মদকে নিয়ে কটূক্তি করবে, তাদেরও ময়মনসিংহের দীপু দাসের মতো শাস্তি দিতে হবে বলে নিদান দিয়েছেন। সরাসরি হিন্দু নিধনের পক্ষে সওয়াল করার পরেও আমির হামজার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটেনি মোল্লা ইউনূসের সরকার।

ইসলামি জঙ্গি তথা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর পরেই নখদাঁত বের করে হিন্দু নিধনে ঝাঁপিয়েছে ইসলামি জঙ্গিরা। ময়মনসিংহের ভালুকায় হিন্দু যুবক দীপু দাসকে পিটিয়ে মারার পরে গাছে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সিলেটের হবিগঞ্জে সাংবাদিক সুশান্ত দাশগুপ্তের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। চট্টগ্রামের রাউজানে গত ৪৮ ঘন্টায় তিন তিনটি হিন্দু পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চালিয়েছে ইসলামি জঙ্গিরা। আর জঙ্গিদের পাশে সরাসরি দাঁড়িয়ে হিন্দু নিধনের ডাক দিয়েছেন আমির হামজা, মামুনুল হক সহ মুসলিম ধর্মগুরুরা। যাদের সিংহভাগই জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জড়িত।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

হিসেবে থাকে পূজা করি। কিন্তু সরস্বতী আসল ইতিহাস আমরা সত্যিই কি জানি! অনেকের কাছে হয়ত অজানা।সরস্বতী মায়ের আরাধনা ও পূজাকে সামনে রেখে আমার কলমে তুলে ধরছি । স্মরণ স্মৃতি, জিহ্বা গতি যুগে দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার, যা শুনি তাই রয়। যা বলি তাই হয়, কার আজ্ঞে দোহাই মা সরস্বতী দেবীর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

তৃণমূল নেতার ছেলের পার্টিতে গণধর্ষণ, খুন, তিনজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ

অভিযোগ ওঠে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা উঠলে সিবিআই-কে তদন্তভার দেওয়া হয়।২০২২ সালের এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়েছিল। মূল অভিযুক্তদের মধ্যে ছিল তৃণমূল নেতা ও তাঁর ছেলের নাম। ব্রজ ওরফে সোহেল গোয়ালি, রঞ্জিৎ মল্লিক ও প্রভাকর পোদ্দারকে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধেই মূলত গণধর্ষণের অভিযোগ ছিল। সোহেলের বাবা সমর গোয়ালিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সহযোগিতা ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। ৯ জনের মধ্যে একজন ঘটনার সময় নাবালক ছিলেন। তাঁকে আপাতত জামিনে রেখে নজরদারি করা হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এক বছর পর আদালত তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুই নাবালককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কী ঘটেছিল? তৃণমূল নেতা সমরেন্দ্র গোয়ালির ছেলে ব্রজ ওরফে সোহেলের জন্মদিনের পার্টিতে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়ে বলে অভিযোগ ওঠে সোহেল ও তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

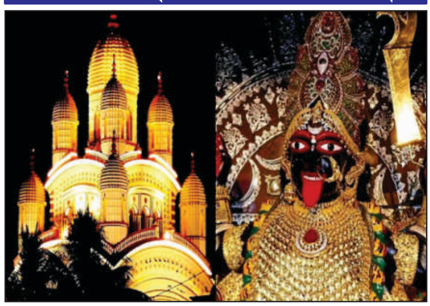

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই তারার ধ্যান ও সাধনা হিন্দুতন্ত্রে প্রচলিত আছে এবং দুইটি ধ্যান মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় হিন্দু তান্ত্রিকেরা মহাচীনতারার উপাসনা ও মূর্তিকল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন" (৪৭)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আসামের নামরূপে ইউরিয়া কারখানার ভূমি পূজার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫

(তৃতীয় পর্ব)

থেকে বাজার পর্যন্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষি কাজের জন্য তহবিল সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হচ্ছে, যাতে কৃষকদের ঋণের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে না হয়। এখন পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। সংখ্যাটি মনে আছে? ভুলে গেছেন? আমার দেশের কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪ লক্ষ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এই বছর, কৃষকদের সাহায্য করার জন্য ৩৫,০০০ কোটি টাকার দুটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে: প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য কৃষি যোজনা এবং ডাল স্বনির্ভরতা মিশন। এগুলি কৃষিকে আরও উন্নত করবে।

বন্ধুগণ,

আমরা কৃষকদের প্রতিটি চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করছি। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ফসলের ক্ষতি হলে, কৃষকদের ফসল বিমা প্রকল্প দ্বারা সহায়তা করা হয়। তাঁদের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য ক্রয় ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। আমাদের সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আমাদের কৃষকরা শক্তিশালী হলেই দেশ এগিয়ে যাবে। এবং এটি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

কেন্দ্রে আমাদের সরকার গঠনের পর, আমরা কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সুবিধার মধ্যে পশুপালক এবং মৎস্যচাষীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছি। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এবং কেসিসি-র সহজলভ্যতার সাথে সাথে, আমাদের পশুপালক এবং মৎস্যচাষীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এই পরিসংখ্যানটি মনে রাখবেন: এই বছর কেসিসি-র মাধ্যমে কৃষকদের ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি প্রদান করা হয়েছে। ১০ লক্ষ কোটি টাকা। জৈব সারের উপর জিএসটি হ্রাস কৃষকদেরও ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে। বিজেপি সরকার ভারতীয় কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষি অনুশীলনের জন্য ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করছে। এবং আমি আসামের কিছু তহসিল দেখতে চাই যেখানে ১০০% প্রাকৃতিক কৃষি অনুশীলন করা হয়। দেখুন, আসাম ভারতকে পথ দেখাতে পারে। আসামের কৃষকরা দেশকে পথ দেখাতে পারে। আমরা প্রাকৃতিক কৃষিকাজ সম্পর্কিত জাতীয় মিশন চালু করেছি এবং আজ লক্ষ লক্ষ কৃষক এতে যোগ দিয়েছেন। গত কয়েক বছরে, দেশে ১০,০০০ কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফপিও) গঠিত হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে, আমাদের সরকার ভোজ্য তেল সম্পর্কিত একটি মিশন চালু করেছে - পাম তেল। এই মিশন ভারতকে কেবল ভোজ্যতেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবে না বরং এখানকার কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি করবে।

বন্ধুগণ,

এই অঞ্চলে আমাদের প্রচুর সংখ্যক চা বাগান শ্রমিক রয়েছে। বিজেপি সরকারই আসামের ৭,৫০,০০০ চা বাগান শ্রমিকের জন্য জন ধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। এখন, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের সংহত করার জন্য ধন্যবাদ, এই শ্রমিকরা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রেরণের সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের সরকার চা বাগান এলাকায় স্কুল, রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল এবং হাসপাতাল সুবিধা সম্প্রসারণ করছে।

বন্ধুগণ,

আমাদের সরকার "সকলের জন্য উন্নয়ন" এর মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি দেশের দরিদ্রদের জীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছে। গত ১১ বছরে, আমাদের প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা এবং এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ২৫ কোটি মানুষ - এই সংখ্যাটি মনে রাখবেন, ২৫ কোটি মানুষ - দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। দেশে একটি নব্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে। এর কারণ হল, ভারতের দরিদ্র পরিবারের জীবনযাত্রার মান বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত উন্নত হয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু পরিসংখ্যান উঠে এসেছে যা ভারতে ঘটছে এমন পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে।

বন্ধুগণ,

মিডিয়ায় এই সমস্ত কিছু আমার জন্য খুবই কার্যকর, তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে আমি যা বলি তা মনে রাখবেন এবং অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।

বন্ধুগণ,

আগে, গ্রামের দরিদ্রতম পরিবারগুলির মধ্যে, দশজনের মধ্যে একজনেরও সাইকেল ছিল না। দশজনের মধ্যে একজনেরও সাইকেল ছিল না। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে যে গ্রামীণ পরিবারের প্রায় অর্ধেকের কাছে এখন বাইক বা গাড়ি রয়েছে। তাছাড়া, মোবাইল ফোন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে গেছে। রেফ্রিজারেটরের মতো জিনিসপত্র, যা একসময় "বিলাসিতা" হিসেবে বিবেচিত হত, এখন আমাদের নব্য-মধ্যবিত্ত ঘরেও দেখা যাচ্ছে। আজ, তারা এমনকি গ্রামের রান্নাঘরেও জায়গা করে নিয়েছে। নতুন তথ্য দেখায় যে স্মার্টফোনের প্রচলন সত্ত্বেও, গ্রামে টেলিভিশনের মালিকানার প্রবণতাও বাড়ছে। এই পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। এই পরিবর্তন ঘটেছে কারণ আজ দেশের দরিদ্ররা ক্ষমতায়িত হচ্ছে

ক্রমশঃ

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

ভারত ও নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অঙ্গ হিসেবে আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন করেছে

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫

ভারত ও নিউজিল্যান্ড ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অঙ্গ হিসেবে আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন করেছে। দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এ এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। গত ১০ ডিসেম্বর শেষ পর্যায়ের আলোচনায় এটি চূড়ান্ত হয়।

আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিবিড়তর করতে দুই দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। দুই দেশই এক ভবিষ্যতমুখী ভারসাম্যপূর্ণ ও পারস্পরিক স্বার্থবাহী চুক্তিতে পৌঁছবার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করেছে, যা তাদের আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাজারের নাগাল এবং দুই অর্থনীতির আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত গভীর সংযুক্তিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামো গড়ে তুলবে।

ভারত – নিউজিল্যান্ড আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে ১৮টি বিধি রয়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে বলা হ'ল –

ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট এবং রিয়েল টাইম লেনদেন পরিকাঠামো – ভারত ও নিউজিল্যান্ড ফাস্ট পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে রিয়েল টাইম আন্তঃসীমান্ত লেনদেন ও ব্যবসা সংক্রান্ত অর্থ প্রদানের গতি বাড়াবে। এরফলে, ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট পরিমণ্ডল ও আর্থিক প্রযুক্তি ক্ষেত্র শক্তিশালী হবে। প্রবাসী ভারতীয়রা সহজে দেশে টাকা পাঠাতে পারবেন।

আর্থিক প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন নিয়ন্ত্রক – ভারত ও নিউজিল্যান্ড আর্থিক পরিষেবার উদ্ভাবনে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে সহমত হয়েছে। চুক্তির আওতায় একে-অপরের রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স এবং ডিজিটাল স্যান্ডবক্স থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এরফলে, ভারত আর্থিক প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ভারতীয় আর্থিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সামনে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত হবে।

আর্থিক তথ্যের হস্তান্তর ও সুরক্ষা – ভারত ও নিউজিল্যান্ড আর্থিক তথ্য হস্তান্তর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনি ও নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে একে-অপরের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং আর্থিক পরিষেবা সরবরাহকারীদের তথ্য গোপন ও সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার করে।

ক্রেডিট রেটিং ও বৈষম্যহীনতা – ভারতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিউজিল্যান্ডের বাজারে বৈষম্যমূলক ঋণ মূল্যায়নের হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরফলে, নিউজিল্যান্ডের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভারসাম্য বজায় থাকবে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থা ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী বাজারে সহজে প্রবেশ করতে পারবে।

ব্যাক অফিস ও সহায়তামূলক কার্যাবলী – আর্থিক পরিষেবা সংযুক্তিতে ভারত ও নিউজিল্যান্ড ব্যাক অফিস ও সহায়তামূলক কার্যাবলীকে সমর্থন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এটি ভারতে থাকা ব্যাক অফিস কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবাগুলির খরচ কমাবে এবং একই সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক পরিষেবা, তথ্য প্রযুক্তি ও বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং - এর বিকাশে সাহায্য করবে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি ও ব্যাঙ্কের শাখা – ব্যাঙ্কিং ও বীমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। ব্যাঙ্ক শাখার লাইসেন্সিং কাঠামো উদার করা হয়েছে। এরফলে, চার বছরের মধ্যে ১৫টি পর্যন্ত ব্যাঙ্ক শাখা খোলার অনুমতি পাওয়া যাবে। এরফলে, ভারতীয় আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীরা নিউজিল্যান্ডে তাদের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারবেন এবং আর্থিক পরিষেবা রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান সুদৃঢ় হবে।

সামগ্রিকভাবে এই আলোচনা দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করবে, উন্নত বাজারের নাগাল দেবে এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনবে। উভয় দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবা প্রদানকারীরাই এর থেকে উপকৃত হবেন।

বর্তমানে ২টি ভারতীয় ব্যাঙ্ক – ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ডে তাদের সহায়ক কার্যক্রম শুরু করেছে। এদের মোট ৪টি শাখা রয়েছে। তবে, ভারতে নিউজিল্যান্ডের কোনও ব্যাঙ্ক বা বীমা সংস্থা নেই। কোনও ভারতীয় বীমা সংস্থাও নিউজিল্যান্ডে কাজ করছে না। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাজার খুলে দেওয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণমূলক স্বচ্ছতা ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করে। এতে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি এবং পরিষেবা প্রদানের পথ সহজতর হবে। একদিকে যেমন নিউজিল্যান্ডে ভারতের আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঘটবে, তেমনই নিউজিল্যান্ডের আর্থিক সংস্থাগুলিও ভারতের ক্রমবর্ধমান ও গতিশীল আর্থিক পরিষেবার বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

(৩ পাতার পর)

জেডএসআই বিজ্ঞানীরা নতুন মাইক্রো আর্থ্রোপড প্রজাতি আবিষ্কার করলেন

নতুন আবিষ্কৃত এই প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে নীলুস সিকিমেনসিস। এটি ভারতে আবিষ্কৃত নীলুস পরিবারের প্রথম প্রজাতি। এই আবিষ্কারের ফলে বিশ্বজুড়ে নীলুস পরিবারের মোট চেনা প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল আট।

বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব

এই গবেষণা পরিচালিত হয় জেডএসআই-এর অ্যাপ্টেরিগোটা বা ডানাবিহীন কীটপতঙ্গ বিভাগ দ্বারা। গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন ড. গুরুপদ মণ্ডল। তাঁর সঙ্গে গবেষক দলে ছিলেন শ্রী কুসুমেন্দ্র কুমার সুমন। গবেষণার ফলাফল সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা এন্টোমোলজিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

নীলুস সিকিমেনসিস প্রজাতিটির কয়েকটি স্বতন্ত্র জৈব বৈশিষ্ট্যঃ

অতি ক্ষুদ্র আকার- মাটি ও শ্যাওলার গভীরে বসবাসের উপযোগী দেহগঠন।

চোখের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি- অন্ধকার ভূগর্ভস্থ পরিবেশে বসবাসকারী প্রজাতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

স্বতন্ত্র দেহগঠন- মুখের ল্যাব্রাল কিটোট্যাক্সির বিশেষ বিন্যাস একে বিশ্বের অন্যান্য বৈশ্বিক প্রজাতি থেকে পৃথক করে।

পরিবেশগত গুরুত্ব

কোলেম্বোলা বা স্প্রিংটেইল মাটির স্থলজ ব্যবস্থার স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেডএসআই-এর পরিচালক ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষক দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "কোলেম্বোলা মাটিতে জৈব পদার্থের পচন এবং পুষ্টি চক্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীলুস সিকিমেনসিস-এর আবিষ্কার ভারতীয় বিজ্ঞানের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। কারণ, এই প্রজাতি প্রথমবার ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নথিভুক্ত হল।"

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অঙ্গীকার

এই আবিষ্কার ভারতের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে ধারাবাহিক ও গভীর শ্রেণিবিন্যাসমূলক গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে আবারও তুলে ধরেছে। প্রধান গবেষক ড. গুরুপদ মণ্ডল বলেন, এই আবিষ্কার ভারতের কোলেম্বোলা বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রজাতি বৈচিত্র্য নথিভুক্ত করা এবং তাদের পরিবেশগত গুরুত্ব বোঝার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

সিনেমার খবর

চুপিসারে বাগদান সারলেন অর্জুন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘ধুরন্ধর’-এ বলিউড অভিনেতা অর্জুন রামপালের অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শককে। ছবিটির সাফল্যের মধ্যে ভক্তদের সুখবর দিলেন এই অভিনেতা। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার পর সঙ্গী গ্যাব্রিয়েলা ডিমিট্রিয়েডস এর সাথে বাগদানের কথা নিশ্চিত করলেন অর্জুন।

সম্প্রতি রিয়া চক্রবর্তীর পডকাস্টে উপস্থিত হয়েছিলেন এই জুটি। পডকাস্টটিতে সম্পর্ক এবং বিয়ে নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন তারা।

অর্জুন এর আগে ১৯৯৮ সালে মেহর জেসিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের দুই পুত্র সন্তানও রয়েছে। অরিক এবং অরিভ। ২০১৯ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়।

অন্যদিকে গ্যাব্রিয়েলার জন্ম ও বেড়ে ওঠা দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৬ বছর বয়সে একজন তরুণ মডেল হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার গাউটেং-এর সানিসাইডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেন।

গ্যাব্রিয়েলা ভালোবাসা ও অভিভাবকত্ব নিয়ে বলেন, ভালোবাসা শর্তের সাথে আসে। একজন ব্যক্তির আচরণের উপর আমার ভালোবাসা নির্ভর করে। এছাড়াও আপনি যখন অভিভাবক হয়ে যান, তখন ভালোবাসার সাথে দায়িত্বও বেড়ে যায়।

রামপাল হাস্যরসের সাথে বলেন, আমি তাকে পছন্দ করতাম কারণ সে খুব আকর্ষণীয় ছিল। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, তার মধ্যে আকর্ষণীয়তা ছাড়াও বিশেষ কিছু আছে যা তার প্রতি আমার ভালোবাসা বাড়িয়ে তোলে।

বাগদানের প্রশ্ন আসতেই গ্যাব্রিয়েলা বলেন, আমরা এখন বিবাহিত নই, কিন্তু কে জানে ভবিষ্যতের কথা। এ কথার জবাবে অর্জুন তৎক্ষণাৎ বলেন, আমরা বাগদান করেছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার মডেল এবং ফ্যাশন ডিজাইনার গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়েডস। ২০১৮ সাল থেকে অর্জুন ও তিনি একসাথে আছেন। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। প্রথম ছেলে আরিকের জন্ম ২০১৯ সালে এবং দ্বিতীয় ছেলে আরাভের জন্ম ২০২৩ সালে। তবে এই জুটি তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে সবসময় পর্দার আড়ালে রাখতে চেয়েছেন।

পুষ্পা টু ছাড়িয়ে গেল রণবীরের ধুরন্ধর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং অভিনীত সিনেমা ধুরন্ধর ভারতের বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস গড়েছে। মুক্তির দ্বিতীয় রবিবারে আয় দিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের ব্লকবাস্টার ছবি পুষ্পা টুর দ্বিতীয় সপ্তাহের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে সিনেমাটি।

বক্স অফিস সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, পুষ্পা টু মুক্তির দ্বিতীয় রবিবারে ৫৪ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল। সেখানে একই দিনে আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর আয় করেছে ৫৮ কোটি রুপি। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহের রোববারের সংগ্রহে নতুন

রেকর্ড গড়ে রণবীর সিংয়ের ছবি। পুষ্পা টু মুক্তির পর সালমান খান, আমির খানসহ বড় সুপারস্টারদের সিনেমা মুক্তি পেলেও বক্স অফিসে এমন সাড়া ফেলতে পারেনি। সেই জায়গায় দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখতে পেরেছে ধুরন্ধর।

মুক্তির মাত্র ১০ দিনে ধুরন্ধর ভারতে মোট আয় করেছে ৩৫১ কোটি ৬১ লাখ রুপি। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১১ কোটি রুপিতে।

সিনেমাটিতে রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন। দর্শক ও ব্যবসা দুই দিক থেকেই ছবিটি এখন শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, সামনে বড় কোনো নতুন সিনেমা মুক্তি না থাকায় বড়দিন ও নববর্ষের ছুটির পুরো সুবিধা পাবে ধুরন্ধর। এতে করে খুব দ্রুত সিনেমাটি ৫০০ কোটি রুপির ক্লাবে প্রবেশ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নতুন রূপে ফিরছেন সানি দেওল

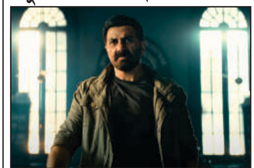

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অ্যাকশন হিরো সানি দেওল। ‘গদর ২’ বক্স অফিসে ঝড় তোলার পর থেকেই একের পর এক নতুন সিনেমায় কাজ পেয়েছেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে নিতেশ তিওয়ারির মেগা প্রজেক্ট ‘রামায়ণ’র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। এ সিনেমায় হনুমান রূপে দেখা যাবে এই বলিউড অভিনেতাকে।

তবে এখানেই শেষ নয়। ‘রামায়ণ’র প্রযোজকরা এবার শুধু হনুমানকে কেন্দ্র করেই আলাদা একটি সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করছেন। প্রযোজকের পছন্দের তালিকায় প্রথমে রয়েছেন সানি দেওল। প্রযোজক ‘রামায়ণ ইউনিভার্স’ তৈরি করার কথা ভেবেছেন। তার অংশ হিসেবেই হনুমানকে নিয়ে আলাদা ছবি করার ভাবনা।

নির্মাতাদের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, ‘রামায়ণ’ সিনেমাতে হনুমান চরিত্রটি যেভাবে লেখা হয়েছে, তা দেখলেই বোঝা যায়, তাকে নিয়ে আলাদা সিনেমা তৈরি হবে। আর তখন থেকেই বারবার সানির নাম উঠে আসছে। কারণ এই চরিত্রে তার চেয়ে মানানসই আর কাকেই বা পাওয়া যেতে পারে!”

সূত্র আরও জানায়, হনুমানকে নিয়ে যে সিনেমাটি তৈরি হবে, সেখানে সংগীতের ভূমিকা থাকবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিনেমায় প্রায় ১২ মিনিটের একটি বিশেষ গান থাকার কথাও শোনা যাচ্ছে। নির্মাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, হলিউডের ‘অ্যাভেঞ্জার্স’র মতো প্রতিটি গল্প একে অন্যের সঙ্গে সূত্রে বাঁধা থাকবে। সূত্রের ভাষায়, “হনুমান হলেন আমাদের হাল্ক। তাকে থামানো যায় না, আবার তিনি ভীষণ স্নেহশীলও।”

সানি দেওলের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘জাট’। এছাড়া শিগগিরই তাকে দেখা যাবে বহু প্রতীক্ষিত ‘বর্ডার ২’ সিনেমাতেও।

সুনীল ছেত্রীকে নিজের বিশ্বকাপ জার্সি দিলেন মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেট ও ফুটবলের আবেগ একসূত্রে বাঁধা পড়ল মুম্বাইয়ের ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ‘গোট ইন্ডিয়া ট্যুর ২০২৫’-এর অংশ হিসেবে ভারত সফরে এসে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মহাতারকা লিওনেল মেসি সাক্ষাৎ করলেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী এবং ‘ভারতরত্ন’ শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে। এই স্মরণীয় মুহূর্তে সুনীল ছেত্রীকে নিজের সই করা আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি উপহার দেন মেসি।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের মতো অগণিত ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। এদিন এই স্টেডিয়াম পরিণত হয় এক অনন্য সাংস্কৃতিক মিলনমেলায়। ক্রিকেট, ফুটবল, বলিউড, সংগীত ও রাজনীতির নানা পরিচিত মুখের উপস্থিতিতে তৈরি হয় এক ‘মেগা ক্রসওভার’ মুহূর্ত, যা দীর্ঘদিন মনে রাখবে ক্রীড়াপ্রেমী ভারত।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সঞ্চালকের আহ্বানে স্টেডিয়ামজুড়ে ধ্বনিত হয় ‘মেসি, মেসি, মেসি’ ধ্বনি।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, ইন্ডিয়ান স্টারস বনাম মিত্রা স্টারস। ইন্ডিয়ান স্টারস দলে ছিলেন অভিনেতা টাইগার শ্রফ, জিম সার্ভ এবং ফুটবলার নীখিল পূজারি ও বালা দেবী। মিত্রা স্টারস দলে নেতৃত্ব দেন সুনীল ছেত্রী, সঙ্গে বেঙ্গালুরু এফসি-র সতীর্থ রাহুল ভেকে ও ছিংলেনসানা সিং।

সবচেয়ে প্রতীক্ষিত মুহূর্ত আসে যখন লিওনেল মেসি, ইন্টার মায়ামি সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো ডি পলকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন। দর্শকদের উচ্ছ্বাসে কেঁপে ওঠে ওয়াংখেড়ে। ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের সময় মেসি ও সুনীল ছেত্রীর আলিঙ্গন হয়ে ওঠে রাতের সবচেয়ে আলোচিত দৃশ্য।

এরপর ‘প্রজেক্ট মহাদেবা’ নামক রাজ্যের গ্রাসরুটস ফুটবল প্রকল্পের তরুণী খেলোয়াড়দের সঙ্গে সময় কাটান মেসি ও তাঁর সতীর্থরা। মাঠে একসঙ্গে বল পাস করা থেকে শুরু করে গ্যালারিতে ফুটবল ছোড়া, প্রতিটি মুহূর্তেই দর্শকদের উল্লাস বাড়তে থাকে। সবশেষে সুনীল ছেত্রীকে নিজের সই করা আর্জেন্টিনার জার্সি উপহার দেন মেসি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আবেগাপ্লুত ছেত্রী হাসিমুখে মেসিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই মুহূর্ত নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রইল।

পেস অলরাউন্ডার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে হার্দিক পান্ডিয়ার রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর মাত্র একটি উইকেটের অপেক্ষা ছিল। খুব বেশি সময় লাগেনি হার্দিক পান্ডিয়ার। নিজের প্রথম ওভারেই কাঙ্ক্ষিত মাইলফলক ছুঁয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অনন্য কীর্তি গড়লেন ভারতের পেস বোলিং অলরাউন্ডার।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের প্রথম পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে অন্তত এক হাজার রান ও ১০০ উইকেটের ‘ডাবল’ পূর্ণ করলেন পান্ডিয়া। এই সংস্করণে তার হাজার রান আগেই হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শততম উইকেটটি তুলে নেন তিনি।

৯৯ উইকেট নিয়ে রবিবার ধারামসালায় ম্যাচে নামেন পান্ডিয়া। সপ্তম ওভারে প্রথমবার বল হাতে নিয়েই ষষ্ঠ বলে ট্রিস্টান স্টাবসকে আউট করে পূর্ণ করেন উইকেটের সেঞ্চুরি। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কিপারের গ্লাভসে ধরা পড়েন স্টাবস।

হার্দিকের আগে টি-টোয়েন্টিতে এক হাজার রান ও ১০০ উইকেটের কীর্তি গড়েছিলেন চারজন ক্রিকেটার। তবে তারা সবাই স্পিনিং অলরাউন্ডার। সাকিব আল হাসান, মোহাম্মদ নাবি, সিকান্দার রাজা ও ভিরানদিপ সিং। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে এই কীর্তি প্রথমবার গড়লেন হার্দিক পান্ডিয়া।

এই ম্যাচে আরও দুই ওভার বল করলেও আর কোনো উইকেট পাননি তিনি।

ওয়াংখেড়ে দুই কিংবদন্তি এক ফ্রেমে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একজন ফুটবলের সর্বকালের সেরাদের একজন, অন্যজন ক্রিকেট ইতিহাসের অবিস্মরণীয় কিংবদন্তি। দুই ভিন্ন ভুবনের দুই মহাতারকা এক ফ্রেমে ধরা দিলেন মুম্বাইয়ে। রবিবার ভারতের ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম-এ আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার নিজের আইকনিক ১০ নম্বর ওয়ানডে জার্সি উপহার দেন ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসিকে।

শচীনের দেওয়া স্মারক জার্সিটি গ্রহণ করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন আর্জেন্টিনার ‘নাম্বার টেন’ মেসি। পাল্টা সম্মান ও সৌজন্যের নিদর্শন হিসেবে মেসি শচীনকে উপহার দেন বিশ্বকাপের একটি বল- যা দুই কিংবদন্তির পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ক্রীড়া বন্ধুত্বের অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানজুড়ে দর্শকদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ওয়াংখেড়ে। দুই

কিংবদন্তিকে একসঙ্গে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত ক্রীড়ানুরাগীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও মুহূর্তেই ভাইরাল হয় শচীন-মেসির একসঙ্গে তোলা ছবি ও ভিডিও।

ফুটবল ও ক্রিকেট- দুটি ভিন্ন ভুবনের হলেও এই সাক্ষাৎ প্রমাণ করে খেলাধুলার ভাষা এক ও অভিন্ন। মাঠের সীমানা পেরিয়ে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসার এমন বন্ধনই হয়ে উঠল এই আয়োজনের মূল আকর্ষণ। ক্রীড়াজগতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে শচীন টেন্ডুলকার ও লিওনেল মেসির এই বিশেষ মুহূর্ত।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR